২৫

আজকের কাগজ

তারিখ ...3-1 DEC 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

...দ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ...ধুনিকীকরণ করা হোক

... দেশে ডঃ হুমায়ুন আজাদের নারী ...বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয় ...শের সরকার তথা সুধী মহলের ...আমার একটা প্রস্তাব নেহাত ... রোদন ছাড়া অন্য কিছু হবে ...শা করতে পারি না। পাঠক ...অবগত আছেন বর্তমান ...নিক ব্যবস্থায় বিসমিল্লাহ ...করে আমাদের দেশ যে ...সলামী রাষ্ট্র তা বোঝান হয়েছে। অথচ বিশ্বের অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামধর্ম যে কিভাবে পালন করা হচ্ছে এবং আমাদের দেশে তা কিভাবে পালিত হচ্ছে তা আমরা কয়জনে খবর রাখি? আমরা ধর্মীয় গোঁড়া মানবগোষ্ঠী রূপে চিহ্নিত। আমাদের দেশে যেভাবে ধর্ম শিক্ষা দেয়া হয় (মাদ্রাসায়) তাতে আর যাই হোক এই বিদ্যা শিখে কেউ কোনো খ্রিষ্টান বা ইহুদির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চাইবে না। অথচ পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একজন মানুষ পরিপূর্ণ মনুষত্ব অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। চলার পথে সবাইকে সমানভাবে গ্রহণ করতে পারছে। যুগে যুগে আমাদের দেশে ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে এসব অর্ধশিক্ষিত (মাদ্রাসা শিক্ষিত) লোকেরা স্বার্থসিদ্ধি করছে। গ্রাম্য অশিক্ষিত তথা স্বল্পশিক্ষিত লোকেরা এদেরকে পূজনীয় ভাবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা একটা শিক্ষিত লোকের কথা তারা বিশ্বাস করতে চায় না। তারা কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে চাইবে না। সৌদি আরবের পবিত্র মাটিতে মার্কিন মহিলারা হাটু পর্যন্ত ড্রেস পড়ে ঘুরে বেড়ায়। এবং এই ইহুদী মহিলাদেরকে সেই দেশের সরকার (সৌদি সরকার) নিজেদের প্রয়োজনে এনেছেন বলা যায়, কিন্তু তাদের ধর্মীয় অনুভূতি তখন কোথায় গেছে? সে দেশের জনগণ ইসলাম অবমাননার দায়ে সরকারের বিরুদ্ধে তো রাস্তায় নামেনি। না কি তাদের চেয়ে আমাদের মুসলমানিত্বের ধার একটু বেশি। আমার ধারণা এসব মাদ্রাসা শিক্ষিত জনগণ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে এসব কথা আমাদের সরলপ্রাণ মানুষকে বিশ্বাস করতে দিচ্ছে না। ধর্মপালন করতে হবে। কিন্তু গোড়ামী করবো কেনো? ইসলাম যে শান্তির ধর্ম তা আপনারা আমরা অর্থাৎ যারা একটু বই-পড়তে পারি তারা জানি বাংলাদেশের এক সাবেক মন্ত্রী এই জাতীয় এক কথা বলে পড়েছিলেন বিপদে। খোদ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীরাই তার বিরুদ্ধে লেগেছিলেন। অবশ্য তখনকার ব্যাপারটি ছিলো রাজনৈতিক।

যা হোক ধর্মকে আক্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য নয় ধর্মের বিরুদ্ধেও কিছু বলছি না। কারণ আমি একজন মুসলমান। আমিও চাই স্বাধীনভাবে আমাদের দেশে সবাই সবার ধর্ম পালন করুক। কিন্তু ধর্মের নামে গোড়ামি থাকবে কেনো? কেনো হুমায়ুন আজাদের নারী বন্ধ থাকবে? কেনো মাদ্রাসা শিক্ষা নামে কুসংস্কার জিইয়ে রাখা হবে? ধর্ম শিক্ষা কি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভব না? আর ধর্ম নিয়ে কেনো এতো বাড়াবাড়ি? দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে এনজিও '(যারা খ্রিষ্টান 'ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী)রা যে চেষ্টা চালাচ্ছে তাতে বাঁধা পড়বে কেনো? কেনো সামাজিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করে একজন নারীকে 'দোররা' মারা। তাই পরিশেষে বলতে চাই আমাদের দেশের এই তথাকথিত ধর্মের বাহক শিক্ষিত পণ্ডিতদের দৌরাত্ম্য কমানো হোক। মাদ্রাসার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিকায়ন করে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনা হোক। যাতে আর কেউ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করতে না পারে। যাতে বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের সংযুক্তির মাধ্যমে আমরা সকল দীনতা সকল হীনমন্যতা থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারি। আমাদের অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী যেনো প্রকৃত ঘটনা বুঝতে পারে এবং বর্তমান বিশ্বের প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার সঙ্গে নিজেদের মনমানসিকতাকে মিলিয়ে দেখতে পারে।

জিহাদুল ইসলাম
এফজার হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

TICS
SHEET — OF — SHEETS